গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-৩ অধিশাখা
www.emrd.gov.bd

২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনার অংশ হিসেবে অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত ১ম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব শাহিনা খাতুন, পিএএ অতিরিক্ত সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
তারিখ ও বার	:	০৯ ডিসেম্বর, ২০২৩, শনিবার
সময়	:	বেলা ১১:০০ ঘটিকা
স্থান	:	আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেড এর প্রশিক্ষণ মিলনায়তন।
উপস্থিত সদস্য	:	পতাকা-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভার প্রারম্ভে তিনি বলেন জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে অংশীজন তথা স্টেকহোল্ডারগণ গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে থাকেন। বিশেষ করে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর,সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলো দক্ষভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে স্টেকহোল্ডারগণ তাদের মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে ভূমিকা রাখতে পারেন। এছাড়াও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় এ ধরনের অংশীজনের সভা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে মর্মে উল্লেখ করেন। অত:পর তিনি সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য এ বিভাগের যুগ্মসচিব জনাব এ কে এম মিজানুর রহমান'কে আহবান করেন।

০২। যুগ্মসচিব জনাব এ কে এম মিজানুর রহমান জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনার পটভূমি উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিতকরণ এবং জাতিসংঘের সনদ মেনে চলার প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে। ন্যায়ভিত্তিক, দুর্নীতিমুক্ত ও শুদ্ধাচারী রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে ২০১২ সালে সরকার জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করে। তারই ধারাবাহিকতায় প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি তা বাস্তবায়ন করে আসছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী এ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অংশীজনের অংশগ্রহণে আজকের এ সভা আহবান করা হয়েছে।

০৩। তিনি বলেন শুদ্ধাচার সংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে অংশীজন (stakeholder) বলতে স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগের অভ্যন্তরীণ/দাপ্তরিক/নাগরিক সেবা গ্রহণকারী যে কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান (সরকারি/ বেসরকারি), সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/মাঠপর্যায়ের কার্যালয়সমূহ কিংবা তাদের কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বুঝাবে। যুগ্মসচিব (প্রশাসন-৩ অধিশাখা) সভাকে অবহিত করেন এ বিভাগের আওতাধীন ৮টি সংস্থা এবং ২০টি কোম্পানি রয়েছে। এ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহ কর্তৃক প্রদেয় সেবার মান বৃদ্ধি, দুর্নীত ও অনিয়ম (যদি থাকে) তা প্রতিরোধের জন্য এ সভার আয়োজন করা হয়েছে।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ সরাসরি গ্রাহকদের কোন সেবা প্রদান করে না। এ বিভাগের অংশীজন মূলত আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহ। এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট সেবাসমূহ মূলত এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানির মাধ্যমে দেয়া হয় বিধায় আওতাধীন কোম্পানিসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, গ্রাহকবৃন্দ ও সুধীজনকে আজকের এ সভায় আমন্ত্রন জানানো হয়েছে। এ পর্যায়ে সভার সভাপতি ও অতিরিক্ত সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ উপস্থিত অংশীজনকে পর্যায়ক্রমে তাঁদের বক্তব্য প্রদানের জন্য আহবান জানান।

০৪। আশুগঞ্জ সার কারখানার মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন) জনাব মো: দেলোয়ার হোসেন বলেন সময়মত গ্যাস সরবরাহ না করায় ৯ মাস যাবৎ সার কারখানাটি বন্ধ ছিল। তিনি জরুরীভিত্তিতে সময়মত চাহিদা অনুযায়ী উচ্চ প্রেসারে গ্যাস সরবরাহের অনুরোধ জানান। সে পরিপ্রেক্ষিতে বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কো: লি: (বিজিডিসিএল) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব শংকর মজুমদার বলেন কারিগরি কারণে আশুগঞ্জ সার কারখানার উৎপাদন বন্ধ ছিল, গ্যাস সরবরাহ না করার কারণে নয়। বর্তমানে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। তিনি আশুগঞ্জ সার কারখানাকে বকেয়া গ্যাস বিল পরিশোধ এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) কর্তৃক গত জুন ২০২২ মাসে প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের পুন:নির্ধারিত ট্যারিফ ৪.৪৫ টাকা হতে ১৬.০০ টাকায় নির্ধারণ করায় সে অনুয়ায়ী গ্যাস বিল পরিশোধের জন্য অনুরোধ জানান।

০৫। আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিমিটেড (এপিএসসিএল) (বিদ্যুৎ শ্রেণির গ্যাস গ্রাহক) এর প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) জনাব বিকাশ রঞ্জন রায় গ্যাসের সরবরাহ বৃদ্ধি এবং প্রেসার স্থিতিশীল রাখার বিষয়ে অনুরোধ জানান। বিজিডিসিএল এবং জিটিসিএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক যথাক্রমে জনাব শংকর মজুমদার এবং প্রকৌশলী রুখসানা নাজমা ইছহাক জানান গ্যাসের প্রেসার ঠিক আছে, তবে কেন্দ্রীয়ভাবে পেট্রোবাংলা বিপিডিবি'র সাথে আলোচনা করে এপিএসসিএল এর জন্য যে কোটা নির্ধারণ করেছে সে অনুযায়ী গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে।

০৬। আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিমিটেড (এপিএসসিএল) এর নির্বাহী পরিচালক (অর্থ) জনাব নন্দন চন্দ্র দে, এফসিএমএ বলেন, বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ পার ইউনিট হিসাবে হয় বিধায় চাহিদা অনুযায়ী গ্যাস সরবরাহ করা প্রয়োজন। তাছাড়া, তিনি ডিমান্ড চার্জের বিষয়ে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের অনুরোধ জানান। সভায় ডিমান্ড চার্জের বিষয়ে সৃষ্ট সমস্যাটি পেট্রোবাংলা নিষ্পত্তি করতে পারে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করা হয় এবং এ বিষয়টি সমাধানের জন্য পেট্রোবাংলাকে নির্দেশনা দেওয়া হবে মর্মে জানানো হয়।

০৭। সভায় আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিমিটেড (এপিএসসিএল) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বানিজ্যিক শ্রেণির গ্যাস গ্রাহক এবং সিএনজি ফিড গ্যাসের এর উপস্থিত প্রতিনিধিগণ বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন। কেউ কেউ প্রশ্ন করেন গ্যাসের প্রেসার কম কেন? কেউ বলেন গ্যাসের ট্যারিফ বেশি কেন? সিএনজি ফিড গ্যাসের গ্রাহক সরাইল বিশ্বরোড, ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে অবস্থিত মেসার্স গরীবে নেওয়াজ ফিলিং স্টেশন-এর প্রতিনিধি জনাব মোঃ মশগুল মিয়া বলেন তার ফিলিং ষ্টেশনে অনুমোদিত লোড ১৫ পিএসআইজি। কিন্তু পিক আওয়ারে পাওয়া যাচ্ছে ০ পিএসআইজি। তিনি গ্যাসের প্রেসার বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করেন। এছাড়াও তিনি সন্ধ্যা ৬.০০ ঘটিকা হতে রাত ১১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত সিএনজি ফিলিং স্টেশনে গ্যাস বিক্রি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তটি পূনর্বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানান। বিজিডিসিএল এবং জিটিসিএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকদ্বয়কে গ্যাসের প্রেসার বৃদ্ধির জন্য প্রাপ্ত অনুরোধে সাড়া দিয়ে সমস্যাটি সমাধানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। যুগ্মসচিব জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ সভাকে জানান যে সন্ধ্যা ৬.০০ ঘটিকা হতে রাত ১১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত সিএনজি ফিলিং স্টেশনে গ্যাস বিক্রি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তটি পূনর্বিবেচনার সুযোগ এখানে উপস্থিত কারও নেই। এটি একটি নীতিগত সিদ্ধান্ত, যা কেবল মন্ত্রণালয় পরিবর্তন করতে পারে।

০৮। আবাসিক গ্যাস গ্রাহক জনাব শাহজাহান আলী জানতে চান বর্তমানে গ্যাস সংযোগ বন্ধ কেন? কবে নাগাদ গ্যাস সংযোগ চালু হতে পারে। সভায় জানানো হয়, বর্তমানে আবাসিক গ্রাহকদের নতুন করে গ্যাস সংযোগ দেয়ার পরিকল্পনা আপাতত সরকারের নাই। তবে অনশোর ও অফশোরে নতুন নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিস্কৃত হলে এবং সেখান থেকে বাণিজ্যিকভাবে গ্যাস উত্তোলন শুরু হলে তখন বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

০৯। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন আশুগঞ্জ উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) কাজী তাহমিনা শারমিন ও ইউএনও শ্যামল চন্দ্র বসাক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মো: আব্দুল্লাহ আল মামুন, এপিএসসিএল ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মো: শাহ আলম খান এবং জিটিসিএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী রুখসানা নাজমা ইছহাক। প্রত্যেকে শুদ্ধাচার সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতা/প্রতিবন্ধকতা/ সুপারিশসমূহ তুলে ধরেন।

১০। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১০.১।	কোন রকম হয়রানি ছাড়া স্বচ্ছতার সাথে সেবাগ্রহীতাগণকে সেবা প্রদান করতে হবে এবং নিজ প্রতিষ্ঠানে কি কি সেবা প্রদান করা হয় তা জনগণকে অবহিত করতে হবে।	এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ও কোম্পানী
১০.২।	শুদ্ধাচার,ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন, অভিযোগ প্রতিকার, তথ্য অধিকার এবং সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা- এর নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণে প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম যথাসময়ে যথাযথভাবে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ও কোম্পানী
১০.৩।	আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিমিটেড (এপিএসসিএল) এর ডিমান্ড চার্জের বিষয়ে সৃষ্ট সমস্যাটি দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ , পেট্রোবাংলা ও বিজিডিসিএল
১০.৪।	সরাইল বিশ্বরোড, ব্রাহ্মণবাড়িয়া তে অবস্থিত সিএনজি ফিলিং স্টেশনসমূহে গ্যাসের প্রেসার বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	বিজিডিসিএল ও জিটিসিএল
১০.৫।	বকেয়া গ্যাস বিল বিশেষ করে বিদ্যুৎ ও সার শ্রেণির গ্রাহকের নিকট প্রাপ্য বকেয়া গ্যাস বিল আদায়ের জন্য সর্বাত্বক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	বিজিডিসিএল

১১। পরিশেষে, সভার সভাপতি কর্তৃক জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালনের আহবান জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

৮।১২।২৩

(শাহিনা খাতুন, পিএএ)
অতিরিক্ত সচিব
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-৩ অধিশাখা
www.emrd.gov.bd

তারিখ: ১৬ পৌষ, ১৪৩০ / ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩

নং-২৮.০০.০০০০.০১৩.০৫.০২৬.২৩ ২৮৬

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন।
০২) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন।
০৩) মহাপরিচালক, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো।
০৪) মহাপরিচালক, হাইড্রোকার্বন ইউনিট, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
০৫) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর।
০৬) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বিস্ফোরক পরিদপ্তর।
০৭) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট।
০৮) সচিব, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলিটরী কমিশন, কাওরান বাজার, ঢাকা।
০৯) সচিবের একান্ত সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
১০) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড।
১১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিঃ।
১২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড।
১৩) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড।
১৪) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড।
১৫) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড।
১৬) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর দপ্তর, সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড।
১৭) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড।
১৮) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড।
১৯) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড।
২০) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড।
২১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড।
২২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড।
২৩) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড।
২৪) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড।
২৫) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড।
২৬) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর, এলপি গ্যাস লিমিটেড।
২৭) জনাব মো: দেলোয়ার হোসেন, মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন), আশুগঞ্জ সার কারখানা, আশুগঞ্জ, ভৈরব।
২৮) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিমিটেড (এপিএসসিএল) , আশুগঞ্জ, ভৈরব।
২৯) জনাব মো: মশগুল মিয়া, সত্ত্বাধিকারী, মেসার্স গরীবে নেওয়াজ ফিলিং স্টেশন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
৩০) অফিস কপি।

অনুলিপি:

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (দৃ: আ: সিনিয়র সহকারী সচিব, শুদ্ধাচার শাখা)।
০২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
০৩। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

MMRahman
৩১/১২/২০

(এ কে এম মিজানুর রহমান)
যুগ্মসচিব
ফোন: ২২৩৩৮৯০৫৮